SDI

এসডিআই নিউজলেটার

সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এস ডি আই)

চতুর্থ সংখ্যা

জানুয়ারী-মার্চ-২০০৭

গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট-২০০৬ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের একজন ডেলিগেট হয়ে এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালকের সামিটে অংশগ্রহণ

গত ১২-১৫ নভেম্বর, ২০০৬ কানাডার হ্যালিফ্যাক্স শহরে গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট-২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়। এটা দ্বিতীয় গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট ক্যাম্পেইন সামিট। এ সামিটে বিশ্বের ১১২টি দেশের প্রায় ৩০০০ জন ডেলিগেট ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের রাণী, হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং উরুগুয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট। তবে সামিটের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণের উদ্ভাবক শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক বাংলাদেশের একজন ডেলিগেট হিসেবে সামিটে অংশগ্রহণ করেন। পুরো সামিট ৫টি প্লেনারী সেশনে ভাগ করা হয়। এর বাইরে ৩টি সহযোগী সেশন/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সামিটে ২টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ঃ

হ্যালিফ্যাক্স সামিটে ডঃ ইউনুসের হাতে বিশেষ সংখ্যা তুলে দিচ্ছেন এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক

১. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্রতম পরিবার গুলোর জন্য কর্মসংস্থান এবং আর্থিক ও ব্যবসায়িক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৭৫ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবারের নিকট ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছে দেয়া।

২. আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার যাদের আয় ১ মার্কিন ডলারের নিচে তা ১ মার্কিন ডলারের উপরে উঠানো এবং অর্ধ মিলিয়ন হতদরিদ্র পরিবারকে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো।

গ্লোবাল মাইক্রো ক্রেডিট সামিট উপলক্ষে এসডিআই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে যা সামিটের স্টলে রাখা হয়। বিভিন্ন দেশের ডেলিগেটগণ প্রায় ২০০ কপি স্টল থেকে সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য নির্বাহী পরিচালক বিশেষ সংখ্যার ১টি কপি ড. ইউনুসের হাতে তুলে দেন। প্রসঙ্গতঃ বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ড. ইউনুসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ধামরাইয়ে এনজিও কর্মীদের ঈদ-পুনর্মিলনী '০৭-অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক সংবর্ধিত

গত ৩ জানুয়ারী '০৭ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই উপজেলার এনজিও কর্মী ও সমমনাদের ঈদ পুনর্মিলনী '০৭ সূতীপাড়া তথ্য কেন্দ্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ শ্রীরামপুর উদীয়মান যুবক সমিতি, শ্রীরামপুর দূর্বার সংঘ, শ্রীরামপুর দক্ষিণপাড়া সোনালী বয়েজ ক্লাব, এস এম বিপ্লবী সংঘ, সাহাতুন্নেছা সামাদ ফাউন্ডেশন, নওগাঁওহাটি তরুণ সংঘ, হেল্প ডেভেলপমেন্ট সংঘ, এস আর পি, চিরসাথী সবুজ কল্যাণ সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সামাজিক সংগঠন যৌথভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। বিভিন্ন সংস্থার পরিচালক, কর্মী, সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা, এলাকার মুরুব্বী, শিশু ও মহিলাসহ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০ জন। সূতিপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আলতাফ হোসেন, সাবেক অধ্যক্ষ, ধামরাই সরকারী কলেজ; এম জলিল, অধ্যক্ষ, ভালুম এ আর খান কলেজ; বাবু অনিল কুমার সরকার, সহযোগী অধ্যক্ষ, সরকারী বাঙলা কলেজ, ঢাকা; এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক সামছুল হক সাহেবের সহধর্মিণী মিসেস সেলিনা হক এবং এসডিআই-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য বাবু সুশীল কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে কানাডার হ্যালিফ্যাক্স-এ অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট'-এ যোগদানকারী এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক এবং মাইক্রোক্রেডিট প্লাস-এর সফল উদ্যোক্তা সামছুল হককে সংবর্ধনা দেয়া হয়। প্রসঙ্গত: উক্ত শ্রীরামপুর-সূতিপাড়া গ্রাম থেকে সামছুল হক সাহেবের সেবামূলক কাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলতাফ হোসেন; অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার; মোঃ আশরাফ হোসেন, প্রকল্প সমন্বয়কারী-এসডিআই; মোঃ আবুল হোসেন, সভাপতি-সূতিপাড়া উদীয়মান যুবক সমিতি; এ্যাডভোকেট কাজী ওয়াজেদ আলী মাস্টার, নির্বাহী পরিচালক-এসআরপি। সংবর্ধনা দিতে গিয়ে বক্তারা বলেন, জনাব সামছুল হক আমাদের এলাকার কৃতি সন্তান। তিনি এসডিআই প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাবু অনিল কুমার সরকার বলেন, ছোটবেলা থেকেই তার সমাজসেবায় আন্তরিকতা ও স্পৃহা লক্ষণীয় এবং উল্লেখযোগ্য। তার দরিদ্রদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদার করার এবং বেকার-শিক্ষিত যুবকদের পুনর্বাসিত করার সফল উদ্যোগ সত্যি প্রশংসার দাবীদার। জনাব আলতাফ হোসেন বলেন, সামছুল হক আমাদের এলাকার সোনার ছেলে। তার এ মহতী কার্যক্রমের জন্য এলাকাবাসী গর্বিত। বাংলাদেশের একজন ডেলিগেট হয়ে 'গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট'-এ অংশ নেওয়ার জন্য এসআরপি'র নির্বাহী পরিচালক ওয়াজেদ আলী তার সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

-২ পৃষ্ঠায় দেখুন-

সম্পাদকীয়

গত ১২-১৫ নভেম্বর ২০০৬ আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত কানাডার হ্যালিফ্যাক্স শহরে অনুষ্ঠিত হল ক্ষুদ্রঋণের বিশ্ব আসর-'গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট-২০০৬'। এটা দ্বিতীয় সামিট। প্রথম সামিটের প্রধান লক্ষ্য ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষের নিকট ক্ষুদ্রঋণ পৌছে দেয়া। প্রথম সামিটের অঙ্গীকার পূরণ হয়েছে অর্থাৎ ২০০৫ সালের মধ্যেই বিশ্বের ১০ কোটি দরিদ্র মানুষের নিকট ক্ষুদ্রঋণ পৌছানো সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় সামিটের মূল লক্ষ্য হল, ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্র মানুষ যাদের আয় ১ মার্কিন ডলারের নীচে, তাদের আয় কমপক্ষে ১ মার্কিন ডলারের উপরে উন্নীত করা এবং ১৭৫ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষের নিকট ক্ষুদ্রঋণ পৌছানো। দাতা দেশগুলোসহ সামিটে অংশগ্রহণকারীগণ একমত প্রকাশ করেন, সামিটের লক্ষ্য পূরণে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ+ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মানব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর সাথে যোগ করতে সামিট একমত পোষণ করেন।

এসডিআই অনেক আগে থেকেই ক্ষুদ্রঋণ+ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। বিশেষ করে অতিদরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণের সাধারণ ধারায় নিয়ে আসতে এর কোন বিকল্প নেই মনে করে। উপলব্ধি থেকে এসডিআই উন্নয়ন পার্টনার CordAid এবং PKSF কে অতিদরিদ্রদের জন্য প্রণীত ক্ষুদ্রঋণ+ কর্মসূচীটি যৌথ অর্থায়নে পরিচালনা করার প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাব অনুসারে ২০০৫ সাল থেকে CordAid এবং PKSF-এর যৌথ অর্থায়নে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ+ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এক্ষেত্রে CordAid উন্নয়ন সহায়তা ও কর্মী সহায়তা প্রদান করছে। অন্যদিকে PKSF বার্ষিক ১% সার্ভিস চার্জ নিয়ে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা দিচ্ছে।

অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসডিআই-এর ১০৮তম নির্বাহী কমিটির সভা

ঈদ পুনর্মিলনীঃ ১ম পৃষ্ঠার পর

সংবর্ধনার জবাবে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সামছুল হক বলেন, বিশ্বের প্রায় ১১২টি দেশের অনেক সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান, রাণী, যুবরাজ, যুবরাণীসহ প্রায় ৩০০০ ডেলিগেট ও পর্যবেক্ষক সেই সামিটে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আগে আমরা চিন্তা করতাম বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশ ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের কোন দেশ ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে না, তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড: ইউনুস বক্তব্য রাখার জন্য মঞ্চে দাঁড়ালে সকল ডেলিগেট ও পর্যবেক্ষক দাড়িয়ে ৫মিনিট হাত তালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। এ যে বাংলাদেশের কত বড় পাওনা তা চোখে না দেখলে বুঝা কষ্ট। তিনি জানান, ১ম সামিটের অঙ্গীকার বিশ্বের ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষের কাছে ক্ষুদ্রঋণ পৌছে দেয়া, যা কানায় কানায় পূরণ হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ এখন উন্নয়ণের ধারায় পরিণত হয়েছে। তিনি জানান, এবার সামিটের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন দরিদ্র পরিবার যাদের ১ মার্কিন ডলারের নিচে আয় তা ১ মার্কিন ডলারের উপরে উঠানো। তিনি বলেন, এখন বাংলাদেশে বছরে দুই শতাংশ হারে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে যার মাত্রা পূর্ববর্তী ৫ বছরের দারিদ্র্য বিমোচন হারের প্রায় দ্বিগুন। এই হার একই সময়ে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের দারিদ্র্য বিমোচন হারের চেয়ে বেশী। মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন আয়ের দেশের গড়কে পিছনে ফেলে দিয়েছে। অনেক সামাজিক সূচকে দারুণ অগ্রগতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রায় সার্বজনীন সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নবজাতক ও অন্যান্য বয়সের শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশের অগ্রগতি সর্বাধিক। সুশাসনের অভাব, দুর্নীতিগ্রস্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও এসব অর্জন হয়েছে। দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সাফল্যকে আরো বেগবান করা বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যদি অগ্রগতির ধারাকে আরো বেগবান করতে পারি তাহলে ড: ইউনুসের ভাষায় বলতে হয় আগামি ১০-১৫ বছর পর বাংলাদেশে কোন গরীব থাকবে না। গরীবত্ব যাদুঘরে থাকবে। পরবর্তী প্রজন্ম যাদুঘরে গিয়ে দারিদ্র্যের চিত্র দেখবে। সভাপতি তার ভাষণে বলেন, বিভিন্ন এনজিও'র সফল ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ দেশের অর্থনীতিতে সুফল বয়ে এনেছে। আজ ক্ষুদ্রঋণের বদৌলতে দেশের গরীব মানুষের হাতে টাকা এসেছে। তারা সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেয়েছে, ভালভাবে জীবন যাপন করছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে আমাদের দেশের মানুষ আর গরিব থাকবে না। ঋণ কর্মসূচীর সাথে স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার উপর সভাপতি সাহেব জোর দেন। সবশেষে এলাকার কৃতি সন্তান 'গোবাল মাইক্রো ক্রেডিট সামিট'-এ যোগদানকারী ও মাইক্রোক্রেডিট প্লাস-এর সফল উদ্যোক্তা সামছুল হককে সভাপতি তার নিজের ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আলোচনা ছাড়াও গান পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী আঁখি দেওয়ান ও তার সঙ্গীরা, শিশু শিল্পী কান্তা ও পপ গায়ক তন্ময়।

এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ধামরাই অঞ্চলের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন

গত ১৮ জানুয়ারী ও ২০ জানুয়ারী ২০০৭ এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক যথাক্রমে ধামরাই সদর ও শিমুলিয়া শাখা পরিদর্শন করেন। শাখা পরিদর্শনকালে তিনি শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকল কর্মীদের নিয়া সভা করেন। ধামরাই অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক এলাকার বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষ করে মৌসুমী ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। জানতে চান ঋণ বিতরণে সমস্যা, সুযোগ, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা। তিনি সবার বক্তব্য শুনেন এবং এ প্রসঙ্গে নির্দেশনামূলক ও গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

'সৌহার্দ্য' প্রকল্পের কল্যাণে তফুরা বেগম এখন উপার্জনক্ষম নারী

সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের ওসমান হাজী পাড়ায় বাস করে তফুরা বেগম। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে ৪ জনের সংসার। স্বামী মাহফুজ বন্দর নগরী চট্টগ্রামে দিনমজুরী করে। তবে সে নিয়মিত কাজ পায় না, বছরে প্রায় অর্ধেক সময় কর্মহীন থাকে। গত ২৩.০৯.২০০৬ তারিখে সৌহার্দ্য প্রোগ্রামের আওতায় তফুরা বেগমকে ১৫ দিনের সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ইনপুট সার্পেট হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। তফুরা এখন সাংসারিক কাজের পাশাপাশি ঘরে বসে সেলাইয়ের কাজ করে। সে প্রধানত: প্রতিবেশী নারী ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক সেলাই করে থাকে। বর্তমানে সে গড়ে মাসিক ৪০০ টাকা বাড়তি উপার্জন করতে পারছে। তবে এতেই সন্তুষ্ট নয় তফুরা বেগম। নিজেকে একজন দক্ষ দর্জি হিসেবে গড়ে তুলতে স্থানীয় একজন নারী প্রশিক্ষকের কাছে উন্নত সেলাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তফুরা বেগমের আশা, নিপুণ সেলাই কর্মী হলে তার কাজের পরিধি ও ব্যপ্তি বেড়ে যাবে। সাথে সাথে তার উপার্জন বাড়বেএবং সংসারে আসবে সচ্ছলতা।

এসডিআই-এর অতিদরিদ্র সমিতির সদস্যাদের শাক-সবজি চাষ

শাক-সবজি চাষ করে অতিদরিদ্রদের পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে (IRDP-HCP প্রকল্পের আওতায়) একটি সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত জানুয়ারী-জুন ২০০৬ সময়কালে মোট ১৫০ জন সমিতি সদস্যাকে শাক-সবজি চাষে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যাসহ মোট ৪৯০ জনের মধ্যে গ্রীস্মকালীন শাক-সবজির উন্নত বীজ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত বীজের জাতগুলো হল; বেগুন, টমেটো, বরবটি, ঢেড়স, চিচিঙ্গা, চাল কুমড়া, শশা, ডাঁটা ও কলমী শাক। এই অতিদরিদ্র পরিবারের বেশিরভাগেরই নিজস্ব সবজি চাষের জমি নেই। অনেকেই লতানো সবজিগুলো ঘরের চালে বাড়তে দিয়ে চাষ করতে পেরেছে। আবার অনেকেই পরের জমিতে সবজি চাষ করতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে তারা একদিকে পারিবারিক সবজির চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে। আবার উদ্বৃত্ত সবজি বাজারে বিক্রি করে লাভবান হয়েছে। সবজিগুলো উন্নত জাতের হওয়াতে ফল যেমন বড় হয়েছে এবং ফলনও বেশি হয়েছে। সদস্যাদের দ্বারা গ্রীস্মকালীন সবজির মোট উৎপাদনের পরিমাণ আনুমানিক ৬০০০কেজি যার বাজারমূল্য প্রায় ৯০,০০০/-টাকা। গ্রীস্মকালীন এই সবজি চাষে যারা লাভবান হয়েছে তারা উৎসাহিত হয়ে নিজ উদ্যোগে শীতকালীন সবজি চাষ করেছে। শাক-সবজি বিক্রি করে ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় করেছেন এমন কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো। এরা হলো তিমি মহিলা সমিতির আমেনা বেগম ও সখিনা বেগম, গাংচিল মহিলা সমিতির ফিরোজা বেগম, গোধূলী মহিলা সমিতির নুরজাহান বেগম, ইছামতি মহিলা সমিতির রোকেয়া বেগম, ময়ূরী মহিলা সমিতির নাছিমা বেগম, গোধূলী মহিলা সমিতির আম্বিয়া বেগম প্রমূখ।

অতিদরিদ্রদের বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্যতার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে টিউবওয়েল ও ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন

সাগর ঘেরা দ্বীপাঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে সুপেয় পানির সমস্যা প্রকট থাকে। টিউবওয়েল স্থাপন অতি ব্যয়বহুল হওয়ায় দরিদ্রদের পক্ষে টিউবওয়েল স্থাপন সম্ভব হয় না।

দেখা যায় সন্দ্বীপের চরাঞ্চল ও বেড়িবাঁধ এলাকায় দরিদ্র মানুষ পুকুরের অনিরাপদ পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে। অতিদরিদ্রদের নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে আইআরডিপি-এইচসিপি (IRDP-HCP) প্রকল্পের আওতায় এসডিআই কালাপানিয়া ও সন্তোষপুর ইউনিয়নে ৪টি টিউবওয়েল স্থাপনে সহায়তা প্রদান করেছে। একই সাথে কালাপানিয়া বেড়িবাঁধ এলাকায় কদম মহিলা সমিতির সম্পাদিকা জোসনা বেগমের বাড়িতে একটি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের পানি ধারণ ক্ষমতা ১৫০০ লিটার। ১৫টি অতিদরিদ্র পরিবার এবারের বর্ষাকালে সংগৃহীত এ পানি অক্টোবর'০৬ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পেরেছে।

এসডিআই-এর উদ্যোগে উড়িরচরে প্রথম সৌর বিদ্যুত প্ল্যান্ট স্থাপন

সন্দ্বীপ উপজেলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ইউনিয়ন উড়িরচরে বরাবরই সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিভিন্ন কারণে ঝুঁকি মনে করে কোন বেসরকারী সংস্থাও উড়িরচরে কাজ করতে আসেনি। তবে দুর্গম, ঝুকিপূর্ণ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের নিকট সুবিধা পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসডিআই ২০০৫ সালের শেষের দিক থেকে উড়িরচরে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং ২০০৬ সাল থেকে অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

উড়িরচরে কোন ধরনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই। অথচ উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত শক্তি তথা বিদ্যুতের সুলভ প্রাপ্তি। তাই উড়িরচরবাসীর প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা লক্ষ করে এসডিআই সৌর বিদ্যুত প্ল্যান্ট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গত ১৯.০৯.২০০৬ তারিখে এসডিআই-উড়িরচর শাখা অফিসে একটি সৌরবিদ্যুত প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। সৌরবিদ্যুত প্ল্যান্টের কার্যকারিতা দেখে উড়িরচরবাসী'র অনেকেই এধরনের প্ল্যান্ট স্থাপনে উৎসাহ দেখাচ্ছে। অনেক অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের রাতে পড়াশুনায় সুবিধা, রেডিও, টেপ রেকর্ডার শোনা ও টেলিভিশন দেখার সুবিধার কথা চিন্তা করে নিজেরাই বিদ্যুত প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। গরীব পরিবারগুলো যৌথভাবে প্ল্যান্ট স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছে। সাধারণ জনগনের আশা তারা ভবিষ্যতে সৌরবিদ্যুতের সুবিধা উপভোগ করে জীবন-মানকে উন্নত করতে পারবে।

শীতার্তদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ

এসডিআই ধামরাই অঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। শীতবস্ত্রের মধ্যে রয়েছে চাদর ও জাম্পার।

২৫ জানুয়ারী'০৭ ধামরাই সদর শাখা অফিসে ২০ জন দরিদ্রকে দুই হাজার টাকার শীতবস্ত্র দেয়া হয়। বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলার এসি ল্যান্ড মোঃ সানাউল হক এবং সমাজসেবা অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার খাদিজা খানম।

সুয়াপুর শাখা অফিসে ৩৮ জন দরিদ্রকে ২০০০ টাকার শীতবস্ত্র দেয়া হয়। এখানে বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

সূতিপাড়া শাখা অফিস থেকে ৪২ জন দরিদ্রের মাঝে ২০০ টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন এস এস ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলাউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শামীম আহমেদ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংস্থার পক্ষে এসব স্থানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মনিটরিং অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান, নিরীক্ষক খোরশেদ আলম এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ খাইরুল আলম।

একজন রাসেলের কাহিনী

দীর্ঘদিন ধরে মেঘনা নদীর ভাঙ্গনে ছোট হয়ে আসছে সন্দ্বীপ। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে অসংখ্য ঘরবাড়ি, ফসলী জমি, হাট- বাজার। নদী ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত দরিদ্রদের পক্ষে নতুন করে বসতবাড়ি করার সাধ্য ছিলনা। কখনো কখনো এদের সহায়তায় এগিয়ে আসেন হৃদয়বান অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। ছিন্নমূল এসব অসহায় লোকগণ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সহায়তায় অনেকে একত্রে একটি স্থানে বসতি গড়ে তোলে। এ রকম একটি গুচ্ছ বসতি মামুন মিয়ার কলোনী। এই কলোনীতে বাস করে পিতৃহীন রাসেল। বিধবা মা, ৩ ভাই ও ১ বোন নিয়ে মোট ৬ জনের সংসার। ১৯৯৫ সালে রাসেলের বাবা রফিক মারা গেলে বড় ভাই বোন লেখাপড়া করতে পারেনি। বড় ২ ছেলে ভাঙ্গারী ব্যবসা ও মিস্ত্রির কাজ করছে। মা সখিনা বেগম সেলাইয়ের কাজ করে। একমাত্র মেয়ে আলেয়া তাকে সহযোগিতা করে থাকে।

সমাজে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের স্কুলগামী কারণের লক্ষ্যে এসডিআই অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০১ সালে প্রথম শ্রেণী চালু করণের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি জরিপ করা হয় এবং এ জরিপে রাসেল তালিকাভুক্ত হয়। রাসেল স্কুলে পড়তে খুব আগ্রহী ছিল। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর রাসেল নিয়মিত স্কুলে যায়। সে নিয়মিত লেখাপড়া করে। তার হস্তাক্ষরও সুন্দর। ফলে তার পরীক্ষার ফল চমৎকার হচ্ছে। রাসেল ১ম হয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা শেষ করেছে। স্কুল শিক্ষিকা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদরে সহায়তায় রাসেল কাজিরখীল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জুনিয়র সরকারী বৃত্তি পরীক্ষা'০৬ এ অংশগ্রহণ করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়ও রাসেল উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল করেছে। আন্তঃস্কুল (এসডিআই এর স্কুলসমূহ) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/২০০৬ এ রাসেল গণিত প্রতিযোগিতায় ১ম, দৌড়ে ৩য় ও সঙ্গীতে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। ছেলের ফলাফলে মা আলেয়া বেগম অত্যন্ত আনন্দিত। বড় ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া না করাতে পারার দুঃখ রয়েছে তার। তাই তার ইচ্ছে ছোট ছেলেকে অনেকদূর লেখাপড়া করাবেন। শিক্ষিকা শিরিন আক্তার রাসেলের উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আশাবাদী। ছাত্রের লেখাপড়ার মান উন্নয়নে তিনি সবসময় সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় রাসেলের সাফল্যের ব্যাপারেও আশাবদী।

মিনু বেগমের জঙ্গল ভাটিয়ারী মিশন

মোঃ মিলন মিয়া, শাখা ব্যবস্থাপক, এসডিআই-ফৌজদারহাট শাখা

মিনু বেগমের জন্ম মূল ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন সন্দ্বীপ উপজেলার রহমতপুর গ্রামে। তার বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক। দরিদ্র পিতার অভাব অনটনের সংসারে মিনু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া করতে পারেন নাই। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিনমজুর মানিক মিয়ার সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই ১টি কন্যা সন্তানের মা হন এবং পরবর্তীতে আরো ৩টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। মিনু বেগমের স্বামীরও তেমন কোন সহায় সম্পত্তি ছিল না। মাত্র ১০ শতাংশ ভিটে বাড়ী ছিল তাও একসময় মেঘনার গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জীবন জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে স্বামী ও ৪ সন্তান নিয়ে তখন তিনি সন্দ্বীপ ছেড়ে চলে আসেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার জঙ্গল ভাটিয়ারী গ্রামে। জঙ্গল ভাটিয়ারী গ্রামের পাহাড়ের পাদদেশে জনৈক মাহিন চৌধুরীর কাছ থেকে মাসে একশত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে ৫ শতাংশ জমির উপর একটি কুড়ে তৈরী করে বসবাস করতে শুরু করেন।

স্বামী পাহাড়ে কাঠ কেটে যা আয় করেন তাতে সংসার চলেনা। বাধ্য হয়ে মিনু বেগম অন্যের বাসায় ঝি-এর কাজ নেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জন মিলে যে উপার্জন হতো তা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের দুবেলা খাবার জোটানো কষ্টকর ছিল। অসুখ-বিসুখে টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা করাতে পারতেন না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ৪ সন্তানের মধ্যে বড় ৩ টি মেয়েকে প্রাইমারী পর্যন্ত পড়াতে পারেননি। তাদেরকেও বাবার সঙ্গে কাঠ কাটতে যেতে হয়েছে পাহাড়ে। পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে মিনু-মানিক পরিবার বিভিন্ন সময় স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা ঋণ করেন। প্রতি মাসে কোন মতে সুদের টাকা পরিশোধ করতে পারলেও ঋণের আসল আর পরিশোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মিনু-মানিক পরিবার নিরুপায় হয়ে ভাবতেন তারা কি কখনো ঋণ মুক্ত হতে পারবেন না? সংসারে কি কোনদিন সচ্ছলতা আসবেনা? এসব ভাবনা তাদেরকে প্রায়ই হতাশ করতো। পার্শ্ববর্তী-অনেকেই বিভিন্ন সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পারলেও মিনু-মানিক পরিবার অন্য এলাকা থেকে আগত এবং অন্যের জায়গায় ভাড়া থাকেন বিধায় কেউ তাদের সমিতির সদস্যভূক্ত করেনি। এমনি এক সন্ধিক্ষণে ২০০৩ সালের শেষের দিকে এসডিআই ফৌজদারহাটে একটি নতুন শাখা খুলে। ঐ শাখা হতে বিভিন্ন এলাকায় ঋণ কার্যক্রম শুরু করলে এসডিআই কর্মী বিলকিছ আক্তার এর সহায়তায় জঙ্গল ভাটিয়ারী গ্রামে মিনু বেগম নিজে উদ্যোগী হয়ে ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠন করেন কেয়া মহিলা সমিতি। মিনু বেগম সমিতিতে ভর্তি হয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নিয়মিত ২০/৩০ টাকা সঞ্চয় জমা করতে থাকেন এবং ০৪.১০.০৪ তারিখে প্রথম দফায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে একটি গাভী কিনেন। পাহাড়ী এলাকায় প্রচুর পরিমান চারণভূমি (উন্মুক্ত জায়গা) থাকায় গাভীর খাবার বাহির থেকে কিনতে হয় না। মিনু বেগম নিজেও খুবই কর্মঠ। ৫-৭ মাস লালন পালন করার পর গাভীটি একটি বাচ্চা দেয়। গাভীটি প্রতিদিন ৩/৪ কেজি দুধ দেয়। প্রতি কেজি দুধ ২৫ টাকা দরে বিক্রি করে প্রতি মাসে তার প্রায় ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা আয় হতে থাকে। প্রথম বছরেই তিনি দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে মহাজনী ঋণ শোধ করে ফেলেন। পাশাপাশি কিছু কিছু টাকা আলাদা ভাবে সঞ্চয় করতে থাকেন এবং পরিকল্পনা করেন পরবর্তী বছর ঋণ নিয়ে আরও একটি গাভী কিনবেন ও সবজি চাষের জন্য কিছু পাহাড়ী জমি লীজ নিবেন।

পরিকল্পনা মাফিক মিনু বেগম ২য় বছর ১৮.০৯.০৫ তারিখে এসডিআই থেকে ২য় দফায় গৃহীত ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা ঋণের সাথে সঞ্চয়ের ২,০০০/- টাকা সহ মোট ১০,০০০/- টাকার পুঁজি গড়েন। এর থেকে ৮,০০০/- টাকায় একটি গাভী ক্রয় করেন এবং ২,০০০/- টাকায় ২ বিঘা পাহাড়ী জমি লীজ নেন। এবার স্বামীর পাহাড়ে কাঠ কাটা এবং নিজে অন্যের বাসায় ঝি-এর কাজ করা বাদ দিয়ে পরিবারের সকল সদস্য মিলে শুরু করেন পাহাড়ী জমিতে শাক-সবজি চাষ ও গাভী পালন। শাক-সবজি প্রচুর চাহিদা এবং বাজর মূল্য ভালো হওয়ায় সেখান থেকে মাসে প্রায় হাজার টাকা আয় করতে থাকেন। এছাড়া তার বাড়ীর পাশে একটি ছোট পুকুর থাকায় সেখানে তিনি হাঁস-মুরগীও পালন শুরু করেন। অপরদিকে প্রথম গাভীটি পুনরায় এবং নতুন দ্বিতীয় গাভিটি প্রথমবারের মত বাচ্চা দেয়। প্রতি দিন তার দুটি গাভী ৫-৬ কেজি দুধ দেওয়ায় মাসিক গড়ে প্রায় ৫০০০ টাক আয় হয়। সবমিলিয়ে পরিবারের মাসিক আয় দাড়ায় ৮/৯ হাজার টাকা। এভাবে তারা বের হয়ে আসেন ঋণ ও অভাবের বেড়াজাল থেকে। সংসারে আসে সচ্ছলতা। এরপর তাদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এসডিআই অব্যাহত রেখেছে তাদের ঋণ সহায়তা। ২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৪ বছরে মিনু-মানিক পরিবার এসডিআই থেকে ৩৫,০০০/-টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছে যার মধ্যে বর্তমান ঋণের পরিমান ১২,০০০/- টাকা। আর এ ৪ বছরে নিঃস্ব অবস্থা থেকে মিনু-মানিক পরিবারের যে সহায়-সম্পদ অর্জিত হয়েছে তা হলো, ছোট বড় ৬ টি গরু (যার মুল্য প্রায় ৬০,০০০ টাকা), লীজ নেয়া পাহাড়ি ৩ বিঘা জমি, ১০ শতাংশ জায়গার উপর একটি বাড়ী। খাট, শোকেস, টিভিসহ নানাবিধ আসবাবপত্র আর হাঁস-মুরগীতো আছেই। মিনু বেগম এখন ভালো কিছু স্বপ্ন দেখতেই পারেন। তবে তার বড় দুখঃ বাবার সংসারে অসচ্ছলতার কারণে নিজে লেখা পড়া করতে না পারা এবং তার নিজের সংসারের অসচ্ছলতার কারনে বড় ৩ মেয়েকে লেখা পড়া করাতে না পারা। এখন তিনি চান বর্তমানে ৭ম শ্রেণীতে পড়ুয়া একমাত্র ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করবেন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং কঠোর পরিশ্রম মিনুকে স্বাবলম্বী করেছে। আমরাও মিনু বেগমদের মতো আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী নারী সমাজ চাই এবং তাদের সাফল্য কামনা করি।

এসডিআই-এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৮৯টি নতুন শাখা খোলা এবং ১,১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা

এসডিআই কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে তহবিলের উৎস, তহবিলের অব্যাহত যোগান নিশ্চিত করণের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে কার্য সম্পাদনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইতিপূর্বে ২০০০-২০০৫ মেয়াদে এসডিআই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করেছিল এবং পাশাপাশি বছর ভিত্তিক সম্পূরক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরীর মাধ্যমে ২০০০-২০০৫ মেয়াদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নকে আরো আধুনিক, তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করতে সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের ২জন কর্মকর্তা গত অক্টোবর'০৬ এসডিআই-এর অন্যতম প্রধান তহবিল যোগানদাতা সংস্থা পিকেএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ সেন্টারে ৫দিন ব্যাপী ল্যাবরেটরী ওরিয়েন্টেড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতা, সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মী-কর্মকর্তা, শুভাকাঙ্খী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সম্মানিত ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা/আলোচনার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ২০০৬-২০১০ মেয়াদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেটে আগামী ৫ বছরে ৩২ টি জেলায় ২৮৯টি নতুন শাখা খোলা এবং ১,১০০কোটি টাকা ঋণ বিতরণের বাজেট পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ২০১০ সাল নাগাদ এসডিআই-এর শাখা সংখ্যা হবে ৩০৮টি এবং ৮টি ঋণ প্রোডাক্টে ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। ৫টি সঞ্চয় প্রোডাক্টে সদস্যদের জমার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৪ কোটি টাকা। তহবিলের প্রধান উৎস ও যোগানদাতা/সহায়তাকারী হিসেবে পিকেএসএফ থেকে প্রায় ২৭৫কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্ড-এইড নেদারল্যান্ড, বেসিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। নিম্নে কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ এবং বাজেট-এর সার সংক্ষেপ তুল ধরা হলোঃ

ক. বছর ভিত্তিক জেলাওয়ারী সম্প্রসারণ পরিকল্পনা

	জেলার নাম	সনওয়ারী শাখার সংখ্যা					মোট
		২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	
০১	ঢাকা	১২		৫	৫		২২
০২	নারায়ণগঞ্জ	৬	৫				১১
০৩	গাজীপুর		৫	৫			১০
০৪	মানিকগঞ্জ	৩					৩
০৫	মুন্সিগঞ্জ				৬	৫	১১
০৬	টাঙ্গাইল					৫	৫
০৭	ময়মনসিং					৫	৫
০৮	ফরিদপুর		৫		৬		১১
০৯	শরীয়তপুর					৫	৫
১০	রাজবাড়ী	৫					৫
১১	চট্টগ্রাম	১০	৫	৩	৫		২৩
১২	কক্সবাজার	৬					৬
১৩	ফেণী	৯					৯
১৪	কুমিল্লা	৫		৫	৫		১৫
১৫	নোয়াখালী		৫	১০			১৫
১৬	লক্ষীপুর				৬		৬
১৭	চাঁদপুর				৬	৫	১১
১৮	বি-বাড়ীয়া				৬	৫	১১
১৯	রাজশাহী		৫	৫			১০
২০	বগুড়া			৫	৫		১০
২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ		৫		৫		১০
২২	পাবনা					৫	৫
২৩	দিনাজপুর					৫	৫
২৪	পঞ্চগড়					৫	৫
২৫	খুলনা			৫	৫		১০
২৬	বাগেরহাট					৫	৫
২৭	সাতক্ষীরা					৫	৫
২৮	ঝিনাইদহ				৫		৫
২৯	বরিশাল		৫	৫	৫	৪	১৯
৩০	পটুয়াখালী	৬					৬
৩১	ভোলা		৫				৫
৩২	বরগুনা					৫	৫
মোট		৬২	৪৫	৪৮	৭০	৬৪	২৮৯

খ. পঞ্চবার্ষিক বাজেট সামারী

Particulars	Existing	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2010	TOTAL
No. of Branches	19	62	45	48	70	64	308
Number of groups	1,212	4,791	3,821	4,659	6,380	5,970	26,833
Members	23,806	109,850	89,728	112,150	156,250	146,850	638,634
Borrowers	19,954	99,460	79,598	103,226	145,868	141,353	589,459
Lonee coverage	84	91	89	92	93	96	90
Average loan size (vertical expansion)	10,985	15,258	18,962	29,134	35,841	43,778	35,923
Number of Loans	15,375	91,880	100,702	131,744	178,042	182,873	700,616
Loan disbursement during the year	208,423,000	938,363,750	1,227,346,125	1,914,266,111	2,704,289,376	4,231,557,662	11,015,823,025
Loan realization during the year	186,338,476	580,596,424	1,072,589,938	1,551,641,118	2,293,917,744	3,425,923,519	8,924,668,742
Loan outstanding	114,624,549	472,391,875	627,148,063	989,773,055	1,400,144,688	2,205,778,831	3,365,867,322
Total Savings Realization	-	48,988,350	58,037,580	72,296,450	135,996,750	128,036,250	443,356,380
Total savings refund	-	16,972,425	25,410,618	37,922,715	77,979,150	94,661,438	252,946,346
Savings Balance	25,047,113	57,063,038	89,698,100	124,028,735	182,136,335	215,646,148	215,646,148
Portfolio per borrower	5,744	4,750	7,879	9,588	9,599	15,605	28,312
Portfolio per Credit Officer	2,388,011	4,373,999	3,074,255	3,299,244	3,500,362	4,010,507	6,119,759
Total no. of staff	**173**	**599**	**919**	**1275**	**1775**	**2107**	**2107**

ভিক্ষুকের হাত এখন কর্মীর হাত

'সৌহার্দ্য' প্রোগ্রামের কল্যাণে ভিক্ষুক রোকেয়া এখন একজন উপার্জনক্ষম নারী। স্বামীহারা রোকেয়ার ২ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে সংসার। স্বামী রিকশাচালক বেলায়েত হোসেন চট্টগ্রাম শহরে রিকশা চালিয়ে কোন রকমে সংসার চালাত। ৪ বছর পূর্বে বেলায়েত হোসেনের মৃত্যু হলে ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা রোকেয়া ২ শিশু ছেলে নিয়ে বাবার বাড়ি মগধরা ইউনিয়নের ২নং মধ্যপূর্ব বেড়িবাঁধ এলাকায় আশ্রয় নেয়। দরিদ্র বাবার পক্ষে তাদের খাবার জোটানো সম্ভব ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে চরম দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জড়িত রোকেয়া পেশা হিসেবে ভিক্ষা বৃত্তিকে বেছে নেয়। পাশাপাশি 'ঝি'-এর কাজও করতে থাকে। এভাবে কোন রকমে দিন গুজরান করছিল।

পরবর্তীতে রোকেয়া অন্যান্যদের সাথে এখন 'সৌহদ্য' প্রোগ্রামের একজন তালিকাভূক্ত সদস্য। গত সেপ্টেম্বর'০৬-এ এই প্রোগ্রামের আওতায় রোকেয়া হাঁস-মুরগী পালনের উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ ভাতা ও ইনপুট সাপোর্ট হিসেবে দেয়া ১০০০ টাকা পেয়ে সে পেশা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। এ টাকা পুঁজি করে সে চুরি-

ফিতা ও খেলনা ইত্যাদির ফেরী ব্যবসা শুরু করে। বাকী টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন করছে। দু'টি হাঁস ডিম পাড়ে। ফেরী করে আর ডিম বিক্রি করে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনমতে সংসার চালাতে পারছে বলে রোকেয়া এখন আর ভিক্ষা করে না। তার আশা আরো কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা বাড়াবে। রোকেয়ার স্বপ্ন সে তার তিন ছেলে-মেয়েকেই লেখাপড়া শেখাবে।

এসডিআই-এর নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর (UMC) শুভ উদ্বোধন

কর্মএলাকা সম্প্রসারণ এবং নতুন প্রোডাক্ট সংযোজনের ক্ষেত্রে এসডিআই আর একটি মাইলফলক অতিক্রম করেছে। গত ২৭.১২.০৬ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-এর অন্তর্গত (এসডিআই আদাবর অঞ্চলের) আদাবর ও নবোদয় শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় নির্বাহী পরিচালক ঘোষণা করেন, এসডিআই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে প্রাথমিক অবস্থায় ৫টি শাখা স্থাপন করে 'নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী' (UMC) শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে আরো ৫টি শাখা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ৫টি শাখা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ৩টি শাখা, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ৩টি শাখা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ২টি শাখা স্থাপন করবে এবং সময়োপযোগী ও ভিন্ন মাত্রার প্রোডাক্ট উদ্ভাবনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনসমূহের বস্তিবাসী, নিম্ন আয়ের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং উদ্যোক্তা শ্রেণীর উন্নয়নে কাজ করবে। এছাড়া বস্তিবাসী, নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নগরীর পরিবেশ উন্নয়নেও এসডিআই-এর কাজ করার পরিকল্পনা আছে বলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জানান। নগর এলাকায় সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসাবে ঢাকা মহানগরীতে এসডিআই স্থাপিত নতুন ৫টি শাখায় আগামী এক বছরে ১৫হাজার সদস্যের মাঝে প্রায় ৯কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হবে। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সদস্যগণ সংস্থায় বর্তমানে চালু ১৫টি আর্থিক প্রোডাক্টের মধ্যে আরো ৩টি প্রোডাক্টের সুবিধা

পাচ্ছেন। সেগুলো হলোঃ ১. সঞ্চয় কর্মসূচী (বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছা সঞ্চয়), ২. নিরাপত্তা তহবিল কর্মসূচী এবং ৩. ঋণ বীমা কর্মসূচীর সুবিধা। পর্যায়ক্রমে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ, সিজনাল ঋণসহ অন্যান্য প্রোডাক্টসমূহ চালু করা হবে বলে জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংস্থার সেন্ট্রাল ক্রেডিট মনিটর মোঃ আঃ কাইউম আজাদ, কেন্দ্রীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ অহিদ উল্লা, আদাবর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক কাজী আঃ রহিমসহ ৫টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক, হিসাব রক্ষক ও ক্রেডিট অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর (UMC) উদ্বোধনী দিনে ২০ জন সদস্যকে ৪লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং সাহাত্তননেছা-সামাদ স্মৃতি বৃত্তি প্রদান

গত ২৮.০২.২০০৭ তারিখ বুধবার সূতিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী-২০০৭ অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে এসডিআই সমর্থনপুষ্ট একটি সামাজিক উদ্যোগের অংশ হিসাবে সাহাত্তননেছা-সামাদ স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করা হয়। নির্বাচিত ৫ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়েকে জনপ্রতি ৩০০/= টাকা ও সনদ প্রদান করা হয়। ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বালকদের জন্য দৌড়, লম্বা লাফ, মোরগ লড়াই ও পয়সাদৌড় এবং বালিকাদের জন্য দৌড়, লম্বা লাফ, বল নিক্ষেপ, রশি দৌড়, বিস্কুট দৌড়, সুঁই গাঁথা দৌড় ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ধামরাই; বিশেষ অতিথি এসএম মকবুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং উদ্বোধক মোঃ সামছুল হক, নির্বাহী পরিচালক এসডিআই। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুল এলাকার স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব দেলোয়ার হোসেন, সূতিপাড়া ইউ পি; এলাকার শিক্ষাবিদ জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, অধ্যক্ষ-সরকারী মহিলা কলেজ, মানিকগঞ্জ; সাহাত্তননেছা-সামাদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি জনাব মোঃ আলাউদ্দিন। এছাড়াও এলাকার গুণিজনসহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাবু অনিল চন্দ্র সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারী বাংলা কলেজ, ঢাকা।

সকাল ১০টায় এসডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সামছুল হক করতালির ভেতর দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া জাতি গঠন ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর ক্রীড়া ও সংস্কৃতি একজন মানুষকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও মননশীল করে গড়ে তোলে। আজকের এই কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়া গেলে এবং তাদের দক্ষতা ও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারলে এরাই একদিন দেশের গৌরব বয়ে আনতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্যদিকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ একসাথে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত দশজন ছেলে-মেয়েকে সাহাত্তননেছা-সামাদ স্মৃতি বৃত্তির টাকা ও সনদ প্রদান করেন।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ সামছুল হক, এ. বি. সিদ্দিক, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল আজিম; সম্পাদক ঃ আনোয়ারুল আজিম
২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ থেকে প্রাকাশিত
ফোনঃ ৮৮০-২-৯১২২২১০, ৮৮০-২-৯১৩৮৬৩৬, e-mail : sdi@bdcom, website : www.sdi.org.bd